খেলাপি ঋণ : কারণ, প্রভাব ও করণীয়

(Banking and BCS Journey With ASF)

ASF
Banking and BCS Journey with ASF
Striving towards excellence

"দেশের ব্যাংকগুলো যত টাকা ঋণ দিয়েছে, তার এক তৃতীয়াংশের বেশিই এখন খেলাপি। মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা। এই সংখ্যা আরো বাড়বে....।"

— ড. আহসান এইচ মনসুর
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

খেলাপি ঋণ বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের একটি প্রধান সমস্যা যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সুশাসনের অভাব এবং ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের সংস্কৃতি এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। এই বিষাক্ত ঋণ সংস্কৃতি একদিকে ব্যাংকের তারল্য সংকট বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে নতুন বিনিয়োগ ও অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির গতি কমিয়ে দেয়। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে নেয়া উদ্যোগগুলো সঠিক পথে থাকলেও, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কঠোর প্রয়োগ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের কোনই সমাধান কঠিন।

Banking and BCS journey with ASF

"খেলাপি ঋণ হলো অর্থনীতির রক্তক্ষরণ। এই রক্তক্ষরণ বন্ধ না হলে দেশের কোনই উন্নয়ন সম্ভব নয়।"

— ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
অর্থনীতিবিদ, সিপিডি

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
© Banking and BCS Journey with ASF

CamScanner

খেলাপি ঋণ হলো এমন একটি ঋণ যা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণগ্রহীতা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। যখন কোন ঋণের আসল বা সুদ একটি নির্দিষ্ট সময় (সাধারণত 90 দিন) ধরে অনাদায়ী থাকে, তখন তাকে খেলাপি ঋণ হিসেবে গন্য করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, অনাদায়ী দিনের সংখ্যা অনুযায়ী খেলাপি ঋণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন;

(i) নিম্নমান (Substandard)
(ii) সন্দেহজনক (Doubtful)
(iii) মন্দ বা ক্ষতি (Bad and Loss)

Banking and BCS Journey with ASF

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের চিত্র:

সেপ্টেম্বর 2025 নাগাদ বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের মোট পরিমান দাড়িয়েছে 6 লক্ষ 44 হাজার কোটি টাকা, যা মোট বিতরনকৃত ঋণের 36%। অথচ 2011 সালে খেলাপি ঋণের হার ছিলো মাত্র 6.1%।

⇒ সেপ্টেম্বর 2025 – 6 লক্ষ 44 হাজার কোটি টাকা
⇒ জুন 2025 – 5 লক্ষ 30 হাজার কোটি টাকা
⇒ মার্চ 2025 – 4 লক্ষ 20 হাজার কোটি টাকা

[বাংলাদেশ ব্যাংক]

ASHRAFUL ISLAM
CS Administration (45th BCS)
stant Director, Bangladesh Bank
nking and BCS Journey with ASF

IMF এর পরামর্শে খেলাপি ঋণের পরিমান ও হার নির্ধারনে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরন ও সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশের ফলে খেলাপি ঋণের এই ভয়াবহ চিত্র দৃশ্যমান হচ্ছে।

CamScanner

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
© Banking and BCS Journey with ASF

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের কারণ:

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের কিছু অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো :-

(i) **ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি:** অনেক ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করে না কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে।

(ii) **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দুর্নীতি:** রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংক পরিচালক ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ, রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণ অনুমোদন ও ঋণ বিতরণে অনিয়ম খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

(iii) **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি:** যথাযথ জামানত বা ব্যবসার সঠিক বিশ্লেষণ ছাড়াই ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদন করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথাযথ তদারকি ও নজরদারির অভাবও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

Banking and BCS Journey with ASF
ASF
Striving towards excellence
Banking and BCS journey with ASF

(iv) **ঋণ অপব্যবহার:** অনেক ঋণগ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ঋণ নেন, সেই টাকা অন্য খাতে সরিয়ে ফেলেন বা অপব্যবহার করেন — যা সময়মতো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার আরেকটি কারণ।

(v) **দুর্বল আইনি কাঠামো ও প্রয়োগ:** ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য কঠোর আইন থাকলেও, তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দুর্বল এবং বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা খেলাপিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার অন্তরায়।

CamScanner

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
© Banking and BCS Journey with ASF

খেলাপি ঋণের প্রভাব :

(i) আর্থিক সংকট ও মূলধন ঘাটতি হয়, নতুন ঋণ দেয়ার ক্ষমতা কমে যায়।

(ii) খেলাপি ঋণের বিপরীতে ব্যাংক সমূহকে বিশাল অংকের প্রভিশন রাখতে হয়, ফলে ব্যাংকের মুনাফা কমে যায় ও শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ কম পান।

(iii) মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণের কারণে ব্যাংক সমূহ মারাত্মক প্রভিশন ঘাটতিতে পড়েছে। সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত প্রভিশন ঘাটতি প্রায় 3 লক্ষ 44 হাজার কোটি টাকা।

(iv) খেলাপি ঋণের ঝুঁকি সামাল দিতে ব্যাংকগুলো সুদের হার বাড়িয়ে দেয়, ফলে সৎ ব্যবসায়ীদের ঋণের খরচ বেড়ে যায়।

(v) খেলাপি ঋণ বাড়লে ব্যাংক সেক্টরের উপর জনগণের আস্থা কমে যায়, ফলে সমগ্র ব্যাংকিং সিস্টেম ঝুঁকিতে থাকে।

(vi) এছাড়া সামগ্রিক অর্থনীতি বিবেচনা করলে খেলাপি ঋণের প্রভাবে বিনিয়োগ কমে যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। পাশাপাশি নতুন টাকা ছাপিয়ে ব্যাংকে তারল্য সরবরাহের ফলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়।

"ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিরা হলো ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে বড় শত্রু। এদের কারণে ভালো ঋণগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।"

— সেলিম রায়হান
অর্থনীতিবিদ, সানেম

Banking and BCS journey with ASF
ASF Striving towards excellence
CamScanner

খেলাপি ঋণ কমাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ :

- নতুন নতুন অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা
- 'অর্থঋণ আদালত অধ্যাদেশ, 2025' এর খসড়া তৈরী
- 'ব্যাংক রেগুলেশন অধ্যাদেশ 2025' প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে সংস্কার করে ব্যাংক খাতে জনগনের আস্থা ফেরত আনার চেষ্টা
- পাঁচটি খেলাপি ঋণ গ্রস্ত ব্যাংককে বাধ্যতামূলক মার্জ করে "সম্মিলিত ইসলামি ব্যাংক" গঠন।
- ঋণ পুনর্গঠন ও অবলোপন প্রক্রিয়ায় দক্ষতা আনয়ন
- অনাদায়ি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে "সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (AMC) গঠনের উদ্যোগ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি জোরদার এবং Risk Based Supervision কার্যক্রম চালুকরণ।

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
© Banking and BCS Journey with ASF

খেলাপি ঋণ আদায়ে চ্যালেঞ্জ :

- কিছু বড় ঋণ পুনর্গঠন করায় সাময়িকভাবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেছে।
- রাজনৈতিক প্রভাব ও সদিচ্ছার অভাব
- আইনের দুর্বল প্রয়োগ
- ব্যাংক খাতে সুশাসনের অভাব
- চলমান অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা (ডলার সংকট/মূল্যস্ফীতি)
- তথ্য গোপন ও স্বচ্ছতার অভাব (সঠিক খেলাপির তথ্য না দেয়া)

Banking and BCS Journey with ASF
CamScanner

খেলাপি ঋণ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে করণীয়:

- ঋণ খেলাপি যেই হোক আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- অর্থঋণ আদালতকে আরো গতিশীল করতে আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিচারক নিয়োগ ও মামলার জট কমাতে উদ্যোগ গ্রহণ।
- ব্যাংক খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে সামগ্রিকভাবে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম আরো জোরদার করা এবং এক্ষেত্রে আরো বেশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণ পরিশোধের নৈতিকতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি।
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (Asset Management Company) গঠন করে খেলাপি ঋণ আদায় নিশ্চিত করা।

ASHRAFUL ISLAM
BCS Administration (45th BCS)
Assistant Director, Bangladesh Bank
© Banking and BCS Journey with ASF

এই পদক্ষেপগুলো সমন্বিতভাবে এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার সাথে বাস্তবায়ন করা গেলে খেলাপি ঋণের লাগাম টেনে ধরা যাবে এবং এর ফলে ব্যাংক খাতের উপর জনগণের আস্থা ফেরত আসবে – ফলে ব্যাংক খাতের নানাবিধ সংকট নিরসন হবে।

Banking and BCS Journey with ASF